পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ১৮শ সংখ্যা

১৭ই মাঘ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং ॥ ১৬ই রবিউস সানি ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৬শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৩

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা মায়েদা (৬ষ্ঠ পারা, ১০ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : আবদুল আযীয সাদেক	৩
* অমৃত বাণী : দোওয়ার ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের কারণ	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আযীয সাদেক	৪
* জামাত আহমদীয়ার ৯০তম সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর মহিলাদের অধিবেশনে ভাষণ	অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আযীয সাদেক	৫
* পিয়ারে ইসলাম কি পিয়ারি বাতেঁ	এশায়াত বিভাগ বাঃ মঃ খঃ আঃ	১২
* খলিফার আহ্বান	চৌধুরী আবদুল মতিন	১৩
* সংবাদ		১৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জামাতের সকল বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-র অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬০ তম সালানা জলসা আগামী মার্চ (১৯৮৩) মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে-ইনশাআল্লাহ্‌ ।

তাই বন্ধুদের খেদমতে সবিনয় আরজ এই যে জলসার আয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথাশীঘ্র ধার্যকৃত জলসার চাঁদা অত্র দপ্তরে পাঠাইবেন এবং এই ইলাহী জলসার কামিয়াবীর জন্য আল্লাহ্‌-তায়ালার নিকট সকাতর দোওয়া জারী রাখিবেন ।

এ, কে, রেজাউল করিম
সেক্রেটারী জলসা কমিটি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ১৮শ সংখ্যা

১৭ই মাঘ ১৩৮৯ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং : ৩১শে সোলাহ্ ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা মায়েদা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১২১ আয়াত ও ১৬ রুকু আছে]

ষষ্ঠ পারা **১০ম রুকু**

৬৮। হে রসুল! তোমার রব্বের নিকট হইতে তোমার উপর যাহা (অর্থাৎ যে কালাম) নাযেল করা হইয়াছে তাহা (লোকদের নিকট) পৌছাইয়া দাও, এবং যদি তুমি (এরূপ) না কর, তবে তুমি তাঁহার পয়গাম আদৌ পৌছাইলে না, এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ (এর কবল) হইতে রক্ষা করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে কখনও (সফলতার) পথ দেখাইবেন না।

৬৯। তুমি বল হে আহলে কিতাব! তওরাত ইঞ্জিল এবং তোমাদের রব্বের নিকট হইতে যাহা তোমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে যে পর্যন্ত না তোমরা উহা পালন কর, সে পর্যন্ত তোমরা কোন কিছুর উপর (কায়েম) নহ। এবং তোমার রব্বের নিকট হইতে তোমার উপর যাহা নাযেল করা হইয়াছে, উহা তাহাদের অনেককেই বিদ্রোহ ও কুফরে (আরও) বাড়াইয়া দিবে, সুতরাং তুমি কাফের জাতির জন্য দুঃখ করিও না।

৭০। নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী, এবং সাবেয়ী ও খৃষ্টান—ইহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর সত্যিকার ভাবে ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে তাহাদের (ভবিষ্যতের) জন্য কোন ভয় নাই এবং (বিগত ত্রুটির জন্য) তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

৭১। নিশ্চয়ই আমরা বনি ঈসরাইলের নিকট হইতে গাঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রতি অনেক রসুল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং যখনই কোন রসুল তাহাদের নিকট উহা (অর্থাৎ শিক্ষা) সহ আসিয়াছিল যাহা তাহাদের মনঃপুত হয় নাই, তখন তাহাদের মধ্যে কতককে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল এবং কতককে তাহারা হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল।

৭২। তাহারা মনে করিয়াছিল যে ইহাতে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না। সুতরাং তাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া গেল অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি-পাতকরিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে অনেকেই পুনরায় অন্ধ ও বধির হইয়া গেল, এবং তাহারা যাহা কিছু করে আল্লাহ্ তাহা দেখিতেছেন।

৭৩। নিশ্চয়ই যাহারা বলে, ,মরিয়ম তনয় মসীহই আল্লাহ্ তাহারা কুফর করিয়াছে অথচ মসীহ (নিজেই) বলিয়াছিল, হে বনি ইসরাইল আল্লাহ্‌র এবাদত কর যিনি আমার রব্ব ও তোমাদের রব্ব প্রকৃত কথা এই যে, যে কেহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করিবে তাহা হইলে (জানিওযে) তাহার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করিয়াছেন এবং তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে এবং যালেমগণের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না।

৭৪। নিশ্চয়ই তাহারা কুফর করিয়াছে যাহারা বলে, আল্লাহ্ তিনজনের মধ্যে একজন; বস্তুত এক মা'বুদ ব্যতীত দ্বিতীয় মা'বুদ নাই; এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফর করিয়াছে তাহাদিগকে আযাব নিশ্চয় স্পর্শ করিবে।

৭৫। অতঃপর কি ঐ সকল লোক আল্লাহ্‌র দিকে ঝুকিবে না এবং তাহারা তাঁহার নিকট (নিজেদের পাপ সমূহের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না? অথচ আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, বারবার করুণাকারী।

৭৬। মরিয়ম তনয় মসীহ মাত্র এক রসুল ছিল, তাহার পূর্বেও রসুলগণ গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা পরম সত্যবাদিনী ছিল, তাহারা উভয়ই খাবার খাইত দেখ কিরূপে আমরা তাহাদের উপকারের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি, পুনরায় দেখ, যে কিরূপে তাহাদের চিন্তাধারাকে দুষ্ট আলেমগণের দ্বারা বিভ্রান্ত করা হয়।

৭৭। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া ঐ সব বস্তুর—এবাদত কর যাহা তোমাদের অনিষ্ট করিবার এবং উপকার করিবার ক্ষমতা রাখে না, এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ

৭৮। তুমি বল হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে সীমাতিত অতিরঞ্জন করিও না, এবং ঐ জাতির প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না যাহারা ইতিপূর্বে (নিজেরাও) বিপথগামী হইয়াছে এবং আরও অনেককে বিপথগামী করিয়াছে, এবং তাহারা সরল পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে।

{ তফসীর সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহি বঙ্গানুবাদ }

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রচার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ-তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা পথে বসিতে সাবধান থাক। সাহাবা রাযিয়াল্লাহো আনহুম আরয করিলেন, হে রসুলুল্লাহ! আমরা পথে বসিতে বাধ্য, ইহা ছাড়া উপায় নাই; আমরা উথানে বসিয়া আলাপ ও পরামর্শ করিয়া থাকি। তখন নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, যদি তোমরা বসিতেই চাহ, তাহা হইলে তোমরা পথ.ক উহার হক দিয়া দাও। তাহারা আরয করিলেন, হে রসুলুল্লাহ! পথের আবার হক কি? ইরশাদ করিলেন, দৃষ্টি নীচে রাখা, কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকা, সালামের উত্তর দেওয়া, সৎবিষয়ের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ বিষয় হইতে নিষেধ করা। (বুখারী—কিতাবুল-ইস্তিযান)

২। হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের বাসন পত্র ঢাকিয়া রাখিও, মশকের মুখ বাঁধিয়া রাখিও (অর্থাৎ পান করার পানি বন্ধ রাখিও), ঘরের দরজা বন্ধ রাখিও, বাতি নিবাইয়া শোহও, এইরূপ করিলে শয়তান মশকের মুখ খুলিতে পারিবে না, দরজা খুলিতে পারিবে না, বাসন খুলিতে পারিবে না অর্থাৎ তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না বাসন ঢাকার জন্য যদি কিছু না পাও কেন কাঠ ছাড়া, তাহা হইলে সেই কাঠ দিয়াই বাসন ঢাকিয়া লও। এবং বিসমিল্লাহ বলিয়া এইরূপ কর, কারণ ইঁদুর গৃহে গৃহবাসীদের ক্ষতি করে। (মুসলিম)

৩। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে একবার মদীনাতে রাত্রি বেলায় একটি গৃহ গৃহবাসী সহ আগুনে পুড়িয়াগেল। যখন নবী করীম (সাঃ)-কে তাহাদের বিষয়টি জানানো হইল তখন ইরশাদ করিলেন যে, এই আগুন তোমাদের শত্রু, অতএব যখন তোমরা নিদ্রায় যাও তখন আগুন নিবাইয়া নিদ্রায় যাইবে। (বুখারী)

৪। হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কোন মুসলমান যে কোন ফলদার গাছ রোপন করিলে উহা তাহার জন্য সদকা জারিয়া হইয়া যায়, উহার ফল খাওয়া হউক বা চুরিই করা হউক। এইরূপে যদি কেহ উহা ছাঁটিয়া সুন্দর করিয়া দেয়, তবুও ইহা তাহার জন্য সদকা হইবে। (মুসলিম)

৫। হযরত আবুযার (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে দেখিলাম যে, সে একটি গাছের ছায়ায় চলিতেছে। সে শুধু এই নেকী করিয়াছিল যে পথের উপর একটি গাছের শাখা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল এবং এবং পথচারিদিগকে কষ্ট দিতেছিল, তখন সে বলিল, খোদার কসম, আমি শাখাটি কাটিয়া দূরে সরাইয়াদিব যেন ইহার দরুন কেহ কষ্ট না পায়। সুতরাং তাহাকে এই নেকীর দরুন জান্নাতে দাখিল করা হইল। (মুসলিম, কিতাবুল বির্‌)

৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শিকার বা শস্যক্ষেতের বা পশু পশ্যাদির রক্ষাণাবেক্ষন ইত্যাদি উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল শখের নিমিত্তে কুকুর পোষে, তাহার সোয়াব হইতে প্রত্যেক দিন দুই কিরাত সোয়াব কম হইতে থাকে (বুখারী)

অনুবাদ: মোঃ আবদুল আযীয সাদেক

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

দোওয়ার ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের কারণ

কোন কোন সময় এমনও ঘটে যে কোন ছাত্র পরম কাতর ও ব্যথার সহিত দোওয়া করে, কিন্তু সে দেখে যে ঐ সকল দোওয়ার ফলাফল প্রকাশে অনেক বিলম্ব ও দেরি হইতেছে। ইহার রহস্য কি? এই ব্যাপারে এই তত্ত্ব স্মরণ রাখা উচিত যে প্রথমতঃ দুনিয়াতে যত বিষয় সংঘটিত হইতেছে, উহাদের মধ্যে এক প্রকার ক্রমান্বয়ের ও ধারাবাহিকতার নিয়ম পরিলক্ষিত হইতেছে। লক্ষ কর, একটি শিশুকে পূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য পালাক্রমে কতকত পথ ও স্তর অতিক্রম করিতে হয়; একটি বীজকে বৃক্ষে পরিণত হওয়ার জন্য কত অপেক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ প্রবর্তনও ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ বিলম্বে এই ঐশী হিকমত নিহিত থাকে যেন মানুষ নিজ সংকল্পে ও হিম্মত বাঁধনে সুদৃঢ় ও পাকা হইতে পারে এবং মা'রফৎ ও আল্লাকে চিনিবার পথে মযবুতি ও শক্তি অর্জন করিতে পারে। ইহা নিয়মের কথা, মানুষ যত শীর্ষস্থান ও উচ্চ মকাম লাভ করিতে চাহে তাহাকে ততটুকু মেহনত ও পরিশ্রম করিতে এবং সময় ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং সংকল্প হিম্মত এমন উত্তম জিনিস যে ইহা ব্যতিরেকে মানুষ উন্নতির পথ আদৌ অতিক্রম করিতে পারে না; এইজন্য প্রথমে কষ্টে পড়া মানুষের জন্য অপরিহার্য বিষয়। ان مع العسر يسرا এই জন্যই বলিয়াছেন। দুনিয়াতে এমন কোন সাফল্য ও শান্তি নাই যাহার প্রথমে কোন দুঃখ ক্লেশ এবং মুশকিল সৃষ্টি হয় না। যাহারা নিজেদের সাহস ও হিম্মত নিস্তেজ হইতে দেয় না, যাহারা স্থিতিশীল, তাহারাই ফয়দা লাভ করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে কিছু অজ্ঞলোক পথেই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে। পাঞ্জাবী ভাষায় কেহ বলিয়াছে:

ইহো হায়গী কিমিয়া যে দিন থোড়ে হো (অর্থাৎ যদি দিন অল্প থাকে তবে ইহাই হইবে পরশ পাথর) সুতরাং যদি খোদার উপর সত্য ঈমান থাকে যে তিনি আমার দোয়া শুনিতেছেন, তাহা হইলে এইরূপ ঈমান বিপদাবলীর মধ্যেও সুস্বাদু ঈমানে পরিণত হইয়া যায় এবং চিন্তার মধ্যে পদ্মরাগমনির কাজ করে। কষ্ট ক্লেশের সময় যদি মানুষের কোন আশ্রয় না থাকে, তাহা হইলে দিল দুর্বল হইয়া যায়, অবশেষে নিরাশ হইয়া ধ্বংস হইয়া যায় এবং আত্মহত্যায় বাধ্য হয়; বরং বিশেষ করিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এমন অনেক হতভাগা মানুষ দেখা যায় যাহারা সামান্য তম নৈরাশ্যের কারণেও গুলি মারিয়া নিজদিগকে হত্যা করিয়া ফেলে। এই প্রকারের লোকদের আত্মহত্যা করা স্বয়ং তাহাদের ধর্মের মৃত্যু এবং দুর্বলতার বড় প্রমাণ। যদি তাহাদের ধর্মে কোন শক্তি সামর্থ থাকিত, তাহা হইলে উহা নিজের অনুসরণকারীদিগকে এইরূপ নৈরাশ্য ও বিফলতার অবস্থাতে থাকিতে দিত না। কিন্তু যদি সে খোদাতা'লার উপর ঈমান রাখে এবং সেই সর্বশক্তিমান অস্তিত্বের উপর এই একীন রাখে যে তিনি দোওয়া শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার অন্তরে এক রকমের শক্তি সঞ্চয় হয়।

এই সকল দোয়া প্রকৃতপক্ষে অতীব মূল্যবান বস্তু। দোয়াকারী পরিণামে কামিয়াব হইয়া যায়। তবে ইহা অনেক নির্বুদ্ধিতা ও বেআদবী যে মানুষ খোদাতা'লার ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই করে; যেমন সে এই দোয়া করে যে রাত্রির প্রথম ভাগেই সূর্য উদয় হউক। এই প্রকারের দোয়া ধৃষ্টতার অন্তর্গত।.....দোয়া হইতেছে রবোবিয়ত (লালন পালন) ও অবোদিয়তের (বন্দেগীর) মধ্যে একটি পূর্ণ ও প্রগাঢ় সম্পর্ক। যদি দোয়ার আসর ও প্রতিক্রিয়া না হইত, তাহা হইলে ইহার হওয়া এবং না হওয়া সমান হইত। (মলফুজাত ৩য় খঃ ২০২ পৃঃ)

অনুবাদ: মোঃ আবদুল আযীয সাদেক

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[মহিলাদের '৮২ সনের জলসা সালানায় ২৭শে ডিসেম্বরে হযরত আমীরুল মোমেনিনের মর্মস্পর্শী ও স্মরণীয় ঐতিহাসিক এবং প্রতাপশালী বক্তৃতা।]

আহমদী মহিলাদিগকে ইসলামী পর্দার নিয়মানুবর্তীতা সম্পর্কে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর

কঠোর সতর্ক বাণী

চাদরের পর্দাকে ইসলামী পর্দা বলা যাইতে পারে না, এই নিয়মকে শেষ করিতে হইবে ; আহমদী মহিলাদিগকে কুরবানীর আবেগ ও ইমামের আনুগত্য অবলম্বন পূর্বক ইসলামী পর্দা গ্রহণ করা উচিত ; যদি কোন আহমদী মহিলা ইসলামী পর্দার মানমর্যাদা সম্পূর্ণরূপে বজায় না রাখে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে ; আল্লাহতা'লা নিযামে খেলাফতের জন্য সদা আত্মমর্যাদা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, এখনও তিনি আমার সঙ্গে এরূপই করিবেন।

রাবওয়া : ২৭শে ডিসেম্বর, সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' আয়্যাদাহুল্লাহোতা'লা বেনাসরেহিল আযীয আহমদী মহিলাদিগকে পর্দার নিয়মানুবর্তীতা পালন করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে চাদরের যে পর্দা আমাদের দেশে বুর্কার স্থানে প্রচলিত হইতেছে ইহাকে কোনরূপই ইসলামী পর্দা বলা যাইতে পারে না। হুজুর বলিয়াছেন, আহমদী মহিলাদিগকে কুরবানীর আবেগও স্পৃহার উত্তম আদর্শ স্থাপন করা উচিত, যদি তাহারা এইরূপ না করেন তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে। খোদাতা'লা, যিনি নিযামে খেলাফতের জন্য সদা আত্মমর্যাদা দেখাইয়া আসিয়াছেন, ইহার সমর্থন করিবেন।

হুজুর আয়্যাদাহুল্লাহোতা'লা এই প্রতাপশালী ও জোরদার ঘোষণা ৮২ সনের মহিলাদের জলসা সালানায় ২৭শে ডিসেম্বর বেলা এগারটায় বক্তৃতা করিতে গিয়া উচ্চারণ করেন। হুজুর আয়্যাদাহোল্লাহতা'লা ঠিক এগারটায় তশরীফ আনয়ন করেন এবং তেলাওত ও নযমের পর হুজুর বিভিন্ন পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারিণী ছাত্রীবৃন্দকে মেডেল প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে জনৈক ছাত্রী মোহতরমা আমাতুল মজীব সাল্লামাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যিনি অক্সফোর্ডে বুর্কা পরিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং পি, এইচ, ডি'র ডিগ্রী অর্জন করিয়াছেন। হুজুরের বক্তৃতা এগারটা ২৩ মিনিটে আরম্ভ হয় এবং বারটা আঠর মিনিট পর্যন্ত জারি থাকে; এইরূপে হুজুর ৫৫ মিনিট বক্তৃতা করেন।

তাশাহুদ তাআওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর হুজুর আয়্যাদাহোল্লাহোতা'লা সুরা নূরের ৩১ ও ৩২তম আয়াত পাঠ করেন। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহতা'লা উম্মতে মুসলেমার মহিলাদের জন্য পর্দা সম্বন্ধ আদেশাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন।

হুজুর আয়্যাদাহেল্লাহ এই আয়াতগুলির তরজমা করার পর ইরশাদ করিলেন, আমি এই আয়াতগুলি এইজন্য পাঠ করিয়াছি যে আমি অনুভব করিতেছি, ইসলামের উপর যে সকল বিপদ আসিয়া পড়িয়াছে ঐগুলির মধ্যে একটি বড় বিপদ হইতেছে বেপর্দগীর। এই বিপদ বিভিন্ন আকারে মুসলিম জাতির উপর হানা দিয়াছে। অধিকাংশ দেশে মুসলিম মহিলা পর্দা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে, কোন কোন দেশে কিছু দিন পূর্বে এই ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে যে পর্দা শুধু অনাবশ্যকই নহে বরং ইহা হারাম। হুজুর এই সকল দেশের অবস্থার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন এই ব্যাপারে আমি আহমদী মহিলাদের পর্যবেক্ষণ করিলাম তখন আমি পরম আফসোস ও দুঃখের সহিত লক্ষ করিলাম যে স্বয়ং কোন আহমদী মহিলাগণ এই ক্ষেত্রে বেপর্দা মহিলাদের সঙ্গে রহিয়াছে। হুজুর বলিয়াছেন, এইজন্য আমি অনুভব করিয়াছি যে শহরে নগরে ও গ্রামে প্রত্যেক স্থানে পর্দা সম্বন্ধ কঠোরভাবে আহমদী মহিলাদের মধ্যে জিহাদের ঘোষণা করি। আহমদী মহিলাদিকে সম্বোধন করিয়া হুজুর বলিলেন, যদি আপনারাও এই ময়দান ছাড়িয়া যান তাহা হইলে দুনিয়াতে আর কোন্ মহিলা হইবে যে ইসলামী পর্দার হক আদায় করিবে?

হুজুর বলেন, এই সম্বন্ধে বিভিন্ন বাহানা ও ওযর পেশ করা হয়। সব চাইতে বড় বাহানা হইতেছে চাদরের। ইহা ঠিক কথা যে এই চাদর পর্দার সম্পূর্ণরূপে বিপরীত জিনিষ। হুজুর বলিয়াছেন, চাদর দিয়াও পর্দা হইতে পারে কিন্তু এই সব বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দরকার যে কোন কোন অবস্থায় এই পর্দা পর্দা হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে কুরআন, হাদীস এবং বুজুর্গানের উম্মতের মতামত সমূহের উপর সকল দিক দিয়া বিস্তারিত ভাবে চিন্তা করিবার পর আমাদের সম্মুখে এই ফল দাঁড়িয়াছে যে ইসলাম বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকারের পর্দার আশা করে। ইহার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া হুজুর বলেন, গ্রামে চাদর দিয়া ঘোমটা ফেলিয়া পর্দা করা হয়; ইহা লজ্জার পরিচায়ক, ইহা কোন স্বতন্ত্র পর্দা

নহে, ইহা ইসলামের মৌলিক পরিকল্পার একটি অঙ্গ। আর এক প্রকার পর্দা এইরূপ যে, মুখমণ্ডলকে ঢাঁকিয়া পর্দা করা হয়; যদ্বারা এমন কোন ভাবভঙ্গী প্রকাশ না পায় যাহা লোকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা কোন পৃথক পর্দা নহে, ইহা ইসলামী আইনের অন্তর্গত। পাশ্চাত্য সমাজে যদি কোন মহিলা এইরূপ পর্দা করে, তাহা হইলে ভুল হইবে না।

হুজুর বলিয়াছেন, মুখমণ্ডলের পর্দা ইসলামী পর্দার মৌলিক বিষয়ের অন্তর্গত। কিন্তু কোন্ সমাজের জন্য? আমাদের দেশেয় সমাজের যে অংশ সচ্ছল বলিয়া পরিগণিত, যাহাকে সাধারণ পরিভাষায় অ্যাড্‌ভান্সড্‌ সমাজ বলা হয়, যাহাদের জন্য আরাম ও ভোগবিলাসের বহু সাজসরঞ্জাম সহজলভ্য, ইহারাই সেই সমাজ যাহাদের উদ্দেশ্যে হুকুম আছে যে তাহারা যেন মুখ মণ্ডল ঢাঁকিয়া রাখে এবং প্রশাধন ও সাজগোজ করিয়া বাহিরে যেন না আসে এবং পূর্ণ চেহারার পর্দা করে। হুজুর বলিয়াছেন, বুর্‌কা ও পর্দা, কিন্তু খোলাফার এই কর্তব্য যেন তাহারা অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থার ফয়সালা করেন। যদি বুর্‌কার স্থানে চাদর দ্বারা ইসলামী পর্দার হানি না হয়, তাহা হইলে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যদি চাদর লইলে এই আশংকা হয় যে পর্দাই উঠিয়া যাইবে তাহা হইলে ইহা কোন অবস্থাতেই ঠিক হইবে না। এমতাবস্থায় যদি খলীফায়ে ওয়াক্‌ত্‌ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মুখে জওয়াবদেহ হইবেন। হুজুর বলিয়াছেন. আমরা হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আঃ এর বংশের মধ্যে হযরত আম্মাজান এবং তাঁহার বংশে হযরত মুসলেহ মওউদ, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবগণের বংশকে দেখিয়াছিল যে তাহারা বুর্‌কা পরিত কিন্তু ইহা সত্বেও তাহাদিগকে দুনিয়ার কামকাজে অংশ নেওয়া হইতে কেহ বাধা দেয় নাই। তাহারা শিক্ষাও অর্জন করিয়াছেন. ভ্রমনও করিয়াছেন। কিন্তু এইযুগে যদি মহিলাগণ চাদর দিয়া এমনভাবে পর্দা করেন যে নিজেদের লোকের সম্মুখে তো পর্দা হয় কিন্তু অপর লোকের সম্মুখে চাদর কাঁধের উপর চলিয়া আসে তাহা হইলে কে বলিবে যে ইহা ইসলামী পর্দা? হুজুর কঠোর স্বরে ইরশাদ করিলেন. তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। আমি এমন মুকামে অধিষ্ঠিত হইয়াছি যেন আপনাদের নিগ্‌রানী করি। আমি স্পষ্ট ভাষায় এইকথা বলিয়া দিতে চাই যে তোমরা শতসহস্র বাহানা বিন্যাস কর না কেন, আমি আমি কখনও ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে, চাদরের যে পর্দা আজকাল করা হয় ইহা কোন ইসলামী পর্দা। ইসলামী মান মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হইতেছে কিন্তু কিছুই ভ্রূক্ষেপ করা হয় না যে ভাবী বংশধরদের কি অবস্থা হইবে? আপনাদের ভবিষৎ বংশধর নাচগানে মাতিয়া উঠিবে; নির্লজ্জতা এমন পর্যায়ে পৌছিবে যাহার আপনারা আজ কল্পনাও করিতে পারেন না।

হুযুর বলিয়াছেন আর একটি পর্দা আছে আহলে বায়ত দের (অর্থাৎ খান্‌দানে নবুওতের) পর্দা যাহা ইহা হইতে অধিক শক্ত। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা কুরআন করীমে এই হুকুম নাযেল করিয়াছেন যে তোমাদের জন্য উত্তম ইহাই যে যথাসম্ভব তোমরা ঘরে অবস্থান কর এবং যখন বাহির হও তখন নিজদিগকে ভালরূপে ঢাঁকিয়া বাহির হও।

হুযুর বলিয়াছেন, এই তিন প্রকারের পর্দাই ইসলামী পর্দা, যাহা বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত

হইয়াছে। কিন্তু আমাদের জমাআতের মহিলাদিগকে এই অনুমতি দেওয়া হয় নাই যে তাহারা স্ব স্ব ইচ্ছা অনুযায়ী পর্দা গ্রহণ করিবেন এবং ইসলামী পর্দা ভাঙ্গিয়া বেড়াইবেন।

হুযুর পর্দা সম্পর্কে এই বৎসর প্রবর্তিত একটি নিয়মানুবর্তীতার উল্লেখ করেন যে এই বৎসর ষ্টেজের টিকেট কেবল ঐ সকল মহিলাকে দেওয়া হইয়াছে যাহারা ইসলামী পর্দার নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। হুযুর বলিয়াছেন, ষ্টেজে বসা কেবল উচ্চ আধুনিক সমাজেরই অধিকার নহে! ইহার আসল মাপকাঠি হইতেছে তাকওয়া। ইহা তাহাদের হক যাহারা কুরবানী করিয়া আসিতেছেন। হুযুর বলেন, এই ব্যাপারে যেখানে যেখানে চাদরের পর্দার প্রচলন শক্তভাবে প্রচলিত, তাহাদিগকে অনুমতি আছে, কিন্তু এই ফয়সালা জামাআতের নিযাম করিবে। এই কথাটি স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে পর্দার জন্য চাদর অপেক্ষ বুর্কাই সহজতর। পর্দা সম্বন্ধে নিয়ম পালনে যে শক্তভাবে আমল করা হইয়াছে এই সম্পর্কে প্রশংসা স্বরূপ হুযুর বলেন, আমাদের যে বাজী (জ্যেষ্ঠভগ্নী) আছেন তিনি প্রথম থেকে পর্দার নিয়ম পালনে শক্ত ভাবে আমল করার পক্ষ পতিত্ব করিয়া আসিয়াছেন কারণ তিনি সারা জীবন হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)কে দেখিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার আদেশাবলীর উপর আমল করিয়া আসিয়াছেন। তাহার কথা শুনিয়া এবং নিয়ম পালন দেখিয়া কেহ কেহ তাহাকে আগেকার যুগের মানুষ বলিতে লাগিল এবং কেহ কেহ পাগল বলিতে লাগিল। হুযুর বলেন, আমি তো ঐ আগেকার যুগগুলিকে চিনি যাহা মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ। তিনি যখন ষ্টেজের টিকেটের ব্যাপারে কড়াকড়ি করিলেন, তখন তাহাকে কোন কোন মহিলা অনেক শক্ত কথা কহিল যাহার দরুন তিনি দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি কেন দুঃখিত হইতেছেন? সকল দুঃখ যাতনা আমার উপর ফেলিয়াদিন, আমি এই সব দুঃখ সহ্য করিব; আপনি নিশ্চিত মনে সকল আদেশ পালন করিয়া যান, উহার দায়ী আমি হইব। আমি তাঁহার গোলাম যিনি ইসলামের সূচনা করিয়াছেন এবং এই পর্দা প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু আমি কি জিনিস এবং আমার দৃষ্টান্তই বা কি? আমি গোলামদের গোলাম, গুনাগার, দুর্বল। আমি জানি না যে, কি কারণে এই মুকামে আমি অধিষ্ঠিত হইয়াছি; আমি যেরূপই আছি, আমি খুবই দুর্বল অথবা যাহা কিছুই হইনা কেন, আমি এই মুকামের দায়িত্বাবলী পালন করিবার জন্য চেষ্টিত থাকিব; আমি মৃত্যুর পর আল্লাহতা'লার হুযুর জওয়াবদেহীর ব্যাপারে ভয় খাই।

হুযুর আয়্যাদহোল্লাহুতা'লা এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন যে বিভিন্ন আদেশ প্রবর্তনের পশ্চাতে বিভিন্ন নিয়াত আরোপ করা হয়। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের সময় মালে গনিমত (যুদ্ধলব্ধমাল) মুহাজেরীনদের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন এবং আনসারগণ শূন্যহাত রহিয়াগিয়াছিলেন তখন নিজের নিয়্যত সম্বন্ধে এইরূপে বলিতে লাগিলেন যে আমি নিজ দেশে অবস্থান করিব না, আমি আনসার ভাইদের সাঙ্গে ফিরিয়া যাইব। হুযুর এই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার পর বলিলেন, একটি মেয়ের পিতা চিঠি

লিখিয়াছেন, উহাতে এই দোষারোপ করিয়াছেন যে আমি তাহার ব্যাপারে নাইন্‌সাফি করিতেছি। প্রথমে আমি চিন্তা করিলাম যে উত্তর দিব; পরে চিন্তা করিলাম যে খলীফায়ে ওয়াক্‌তের বিরুদ্ধে কেহ থাকিলে বিষয়টি আসমানের অধিপতির নিকট চলিয়া যায়, এই জন্য আমিও এখন এই কথাই বলিতেতেছি যে আল্লাহতা'লারই নিকট ইহার ফয়সালা হইবে।

হুযুর ইরশাদ করিলেন, আমি এই সব কড়াকড়ি কেন করিতেছি? এই জন্য যে আমি দেখিতেছি, আমাদের বংশধরগণ চরম ভয়াবহ যুগে প্রবেশ করিয়াছে; এত ভয়াবহ যুগে যে যদি তাহাদের সংশোধন না করা হয় তাহা হইলে তাহাদের আগামী বংশধরগণ ইসলাম হইতে এত দূরে সরিয়া পড়িবে যে, বর্তমান বংশধরগণ তাহাদিগকে আক্ষেপের সহিত দেখিবে এবং শত চেষ্টার পরও তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। হুযুর বলিয়াছেন, এই সব চেষ্টা ইসলামী সমাজকে পূতপবিত্র করিবার জন্য করা হইতেছে। আল্লাহতা'লা কুরআন করীমের মধ্যে ইরশাদ করিয়াছেন এবং কুরআন করীমের এই আয়াত আমাকে বাধ্য করিতেছে। আমার সম্মুখে এমন সব অবস্থা রহিয়াছে বিশেষ করিয়া বহির্জগতের অবস্থা যেখানে পাকিস্তানী মহিলাগণ তাহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বেপর্দাগী আরম্ভ করিয়াছে। তদুপরি বিষাক্ত ফোঁড়ার ন্যায় কষ্টদায়ক এই ঘটনাও ঘটিয়া গেল যে একজন আহমদী বালিকা খৃষ্ট ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। এই ঘটনাটি আমার দিলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।

হুযুর বলিয়াছেন, কোন কোন সময় জায়েয বিষয়ও আল্লাহ্‌র খাতিরে পরিত্যাগ করিতে হয়। এমন পরিস্থিতিও প্রয়োজনীয়তা সম্মুখ সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে যে আপনাদিগকে ইহা হইতেও অনেক অধিকের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাওয়া উচিত। কোন কোন হুকুম এমনও হয় যে ধর্মের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক থাকে না তথাপি ইমামে ওয়াক্‌তের ডাকে সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আহমদী মহিলাগণ এমন কুরবানী পেশ করিয়াছে যে আক্‌ল্ আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে হুযুর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলিমলীগের সমর্থনের ব্যাপারে হযরত মুসলেহ মওউদের হুকুমের উদ্ধৃতি দিলেন যে, হযরত মুসলেহ মওউদ বলিয়াছিলেন যে সকল মূল্যে ও সকল অবস্থায় মুসলিমলীগেরই সমর্থন করিবে; সমর্থন না করিলে পাকিস্তান কায়েম হইবে না। সুতরাং ভোটিং এর দিন একজন মহিলা জোর দিয়া বলিল যে সে ভোট দেওয়ার জন্য যাইবে অথচ তাহার এই অবস্থা ছিল যে কয়েক দিন পূর্বে সে সন্তান প্রসব করিয়াছিল এইজন্য আত্মীয়স্বজনগণ বলিল যেন সে না যায়। মহিলাটি শক্ত জেদ করিয়া বসিল যে সে যাইবেই যাইবে। আত্মীয়স্বজনগণ তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া বাহিরে তালালাগাইয়া চলিয়াগেল। মহিলাটি হৈচৈ করিয়া প্রতিবেশীদের দ্বারা তালা ভাঙ্গাইয়া ফেলিল এবং সে চলিয়া গেল। ভোট দেওয়ার পর যখন সকলেই ঘরে ফিরিতে ছিল তখন তাহারা একটি ঝোপের নিকট রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাইল, নিকটে যাইয়া দেখিল যে সেই মহিলাটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে যে শুধু ইমামে ওয়াক্‌তের আনুগত্যের উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে আশংকায় ফেলিয়া স্বাস্থ্যের পরোয়া না করিয়া ভোট দেওয়ার জন্য গিয়াছিল; সেখানে

তাহার অবস্থা ভীষণ খারাপ হইয়াগেল, ফলে তাহারা চারপাইতে উঠাইয়া তাহাকে ঘরে আনিল।

হুযুর কুরবানীর আর একটি হৃদয়বিদারক ঘটনার উল্লেখ করিলেন যে, হযরত মুসলেহ মাওউদ দেশের হিফাজতের উদ্দেশ্যে আহমদীগণকে সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার জন্য ঘোষণা করিলেন। একজন বিধবার একমাত্র পুত্র ছিল। সে যখন নিজেকে পেশ করিল না তখন মা তাহাকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়া বলিল, তুই কেন কথা বলছিস না? তোর কানে কি খলীফায়েওয়াক্তের আওয়ায পৌছে নাই? তখন পুত্রও নিজেকে পেশ করিয়া দিল। হযরত মুসলেহ মাওউদ এই ঘটনা দেখিয়া এত প্রভাবান্বিত হইলেন যে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ প্রভু আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া করিলেন যে হে প্রভু! এই বিধবার একমাত্র পুত্র, তাহার বয়সও সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় পার করিয়া গিয়াছে: যদি তুমি কুরবানী গ্রহণই করিতে চাহ তাহা হইলে আমি তোমাদের দরবারে সনির্বন্ধ মিনতি করিতেছি যে এই বিধবার পুত্রের কুরবানী লইওনা তাহার পরিবর্তে আমি আমার পুত্রের কুরবানী পেশ করিতেছি, তুমি তাহার কুরবানী গ্রহণ কর।

হুযুর এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি অতি মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে বর্ণনা করার পর ফরমাইলেন, এইটা হইতেছে কুরবানী। যদি আহমদী কন্যাগণ এই সকল কড়াকড়ি দেখিয়া পিঠ দেখায়, তাহা হইলে আমার আত্মমর্যাদা এই সাক্ষ্য দিতেছে যে আল্লাহতা'লাকে তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই। একজন চলিয়াগেল খোদাতা'লা আরও শত শত দিয়াদিবেন, যাহারা হইবে কানেতাত (অনুগতাগণ) হাফেজাত (হিফাজতকারিনীগণ) এবং দীনের জন্য অধিকতর নিষ্ঠাবর্তী। হুযুর বলেন, খোদা না করুন, যদি এইরূপ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার অন্তরে দুঃখ থাকিবে। খলীফায়ে ওয়াক্তকে ইহাতে কষ্ট হইবে না কেন? মোমেনদের জমাআত প্রকৃত পক্ষে এক দেহের ন্যায়। যখন দেহের কোন অঙ্গকে কষ্ট দেওয়া হয় তখন সম্পূর্ণ দেহ আল্লাহতা'লার দরবারে বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করিতেও কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দেয় যে হে প্রভু! এই অবস্থা হইতে রক্ষা কর। হে প্রভু! এমন দিন আমাকে দেখাইও না যেদিন আমার হাতে কোন আহমদী নষ্ট হইবে। কিন্তু এইরূপ যদি হইতেই হয় তাহা হইলে ইহার জন্য নিজের অন্তরের দুঃখের কোন পরোয়া করা হইবে না।

হুযুর অতি উচ্চস্বরে প্রতাপশালী ভঙ্গীতে ইরশাদ করিলেন, আমি এমন মুকামে অধিষ্ঠিত হইয়াছি যাহার জন্য আল্লাহতা'লা সদা আত্মমর্যাদা দেখাইয়া আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে দেখাইতে চলিয়া যাইবেন। একদিনও খেলাফতের উরর এমন আসে নাই যে আল্লাহতা'লার সমর্থন ও সাহায্য উহার সঙ্গে থাকে তাই। হুযুর বলেন, আমি অধম-তুচ্ছ ও নগণ্য কিন্তু খেলাফতের মুকামে অধিষ্ঠিত হইয়াছি। আপনারা যদি বয়আতের প্রতিজ্ঞায় সত্য হইয়া থাকেন তাহা হইলে খোদাতা'লার ফেরেশতাগণ আপনাদের সাহায্য করিবেন। আপনারা অবশ্য অবশ্যই চিন্তা করিবেন যে আপনারা খোদাতা'লার কোন বান্দাদের বংশধরগণ, আপনাদিগকে কত মহৎ মর্যাদা সমূহের সংরক্ষণের দায়িত্ব সঁপা হইয়াছে।

হুযুর ইসলামের প্রাথমিক যুগের উল্লেখ করিয়া বলেন, উম্মোহাতুল মোমেনীন পর্দার মধ্যে থাকিয়া দীনে ইসলামের অপূর্ব সেবা ও পরিচর্যা করিয়াও জাতির জন্য মহান অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। হুযুর হযরত খওলার অদৃষ্টান্তপূর্ব বীর্য শৌর্য এবং বেমিসাল সাহসের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, রণক্ষেত্রে তিনি পরম বীরত্ব ও অসাধারণ সাহসের সহিত শত্রুর মুকাবেলা করিতে ছিলেন। যখন সেনাপতি বীর পুরুষ হযরত খালিদ বিন ওলীদ বলিলেন, হে জোয়ান! মুখের উপর হইতে পর্দা সরাও। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি পুরুষ নহি, আমি মুখ দেখাইতে পারি না।

হুযুর বলেন, এই কথাও ঠিক যে, বুর্কাতে গরম বেশী মনে হয় কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগে তো মহিলাগণ পরম গরম সহ্য করিয়া জুলুম ও নির্যাতন হাসিমুখ সহিয়াছেন। হুযুর বলেন, বুর্কার কষ্ট তো কোন কষ্ট নহে আপনাদিগকে ইসলামের জন্য বড় বড় কুরবানী পেশ করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি যে ইসলামের কাফেলা দ্রুত হইতে দ্রুততরবেগে অগ্রসর হইতেছে। আপনারা খুব দোয়া করুন এবং বেশী বেশী ইস্তেগফার পড়ুন।

হুযুর অবশেষে একজন বালিকার উল্লেখ করেন যে, সে হুযুরের এক প্রিয়জনকে বলিয়াছিল, হুযুর পর্দা সম্বন্ধে যে কড়াকড়ির কথা আরম্ভ করিয়াছেন; ইহা এই কথা চলিবে না। এবং এই কড়াকড়ি নিষ্ফল হইবে। হুযুর পূর্ণ প্রতাপের সহিত বলিলেন.

এই কথা চলিবে এবং অবশ্যই চলিবে, ইহা খোদার কথা, ইহা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথা, ইহা সর্বমূল্যে চলিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেহে রক্তের শেষ বিন্দু থাকিবে আমরা ইহাকে চালাইয়া যাইব; এবং নিশ্চয় এই কথা পূর্ণ হইবেই হইবে।

অতঃপর হুযুর দোয়া করাইলেন এবং তশরীফ লইয়াগেলেন।

(আলফযল : তেসরা জানুয়ারী ১৯৮৩)

অনুবাদ : **মোঃ আবদুল আযীয সাদেক**

শোক সংবাদ ও দোওয়ার আবেদন

গত ১৬/১/৮৩ (রবিবার) তারিখে জনাব মীর মুশতাক আলী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৪২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি পিতা মাতা স্ত্রী ও দুই নাবালক সন্তান (পুত্র ৮ বৎসর কন্যা ৪½ বৎসর) রেখে গেছেন। তিনি 'আইসি ডিভি আরবির প্রশিক্ষণ ম্যানেজার ছিলেন। মরহুম কুমিল্লার সরাইল নিবাসী জনাব মীর মাহবুব আলী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী ছিলেন। তাঁর আত্মার মাগফেরাত এবং স্ত্রী সন্তানদের কল্যাণ ও আত্মীয় স্বজনের সান্ত্বনা কামনা করে দোয়ার জন্য সব ভাই বোনদের দরবারে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আহমদী মুসলমান বালকদের জন্য

প্রিয় ইসলামের প্রিয় কথা

আহমদী মুসলমান বাচ্চোঁ কে লিয়ে

পিয়ারে ইসলামকি পিয়ারি বাতেঁ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নামায

অযু করার পর নামায এরূপভাবে পড়তে হয় যে, নামাযী কাবামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে দু'হাত বুক ও নাভীর মাঝখানে বাঁধতে হয় এবং 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' এবং 'আউজুবিল্লাহ্' পড়ে সুরা ফাতেহা পড়ার পর কুরআন শরীফের অন্য কোন সুরা পড়তে হয়। এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ঝুঁকে তিনবার 'সুবহানারাব্বিয়াল আযীম' পড়তে হয়। অতঃপর 'সামে আল্লা হুলিমান হামিদাহ্' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয় এবং এরপর 'রাব্বানা ওয়লাকাল হামদু হামদান কাছিরাণ তাইয়্যেবান মুবারাকান ফিহে' পড়তে হয়। পরবর্তীতে 'আল্লাহু আকবর' বলে মাথা যমীনে রেখে সেজদা করতে হয়। সেজদায় তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলতে হয়। এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসে এই দোয়া পড়তে হয় : 'আল্লাহুম্মাগফেরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহ্দেনী, ওয়াআফিনী, ওয়ারফাঅনী, ওয়াজবুরণী, ওয়ার্যুক্নী'। ইহার পর দ্বিতীয়বার সেজদা করে পুনরায় 'আল্লহু আকবর বলে পূর্বের ন্যায় দাঁড়িয়ে হাত বাঁধতে হয় এবং সুরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন সুরা পড়ে পূর্বের রাকাতের ন্যায় রুকু ও সেজদা করে বসে আত্তাহীয়াত, দরূদ শরীফ ও দোয়াগুলি পড়তে হয়। অতঃপর প্রথমে ডান দিকে এরপর বাম দিকে 'আস্সালামো আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে' বলে সালাম ফিরাতে হয়।

যদি তিন বা চার রাকাত পড়তে হয় তবে দুই রাকাত পড়ে বসা অবস্থায় শুধু মাত্র 'আত্তাহীয়াত' পড়ে দাঁড়িয়ে বাকী রাকাতগুলি আদায় করতে হয়।

নামাযের বাক্যাবলী

সানা ঃ ছুবহানাকা ওয়াবেহাম্দেকা ওয়াতাবারাকাছমুকা ওয়াতায়ালাযাদ্দুকা ওয়ালাইলাহা গায়রুকা। **তাউজ ঃ** আউজুবিল্লাহ্ মিনাশ্ শায়তানের রাজিম।

তাসমিয়া ও সুরা ফাতেহা

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ وَهِيَ سَبْعُ اٰيَاتٍ

١ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

٢ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

٣ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ

٤ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

٥ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۙ

٦ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ

٧ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۙ

— **এশায়াত বিভাগ,** মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

খলিফার আহ্বান

১। চল্লিশোত্তর আনসারুল্লাহ্ কালের নওজোয়ান
দ্বীনের খলিফা ডাকছে তাদের 'হওরে
আগুয়ান'।
লা-ইলাহার ঝাণ্ডা হাতে
জয়যাত্রা সুপ্রভাতে
ত্রিত্ববাদীর কীল্লা তাতে
ভীত কম্পমান
তৌহিদ সাড়ায় বিশ্ব মানব পাইবে পরিত্রাণ

২। আনসারুল্লাহ জোর কদম চল অভিযানে
"ওয়াক্‌ফ" কর শীর্ষজীবন জীবন অবসানে
অবশিষ্ট যে টুক্ আছে
হাজির কর খোদার কাছে
কিছুই রেখে যেওনা পাছে
তবলীগ সমাধানে
প্রতিশ্রুত জীবন সংগ্রাম আলোকের
সন্ধানে।

৩। আল্লাহ্‌র ফৌজ আনসারুল্লাহ শান্তি
সেনাদল
শান্তিসেনা আনবে ধরায় অপার্থিব সম্বল।
দুঃখ, দৈন্য, হাহাকার
অ-মানবিক কারখানার
দজ্জালী চাল কুপ্রচার
বন্ধ হবে চিরতরে
মানব ভাগ্য করবে সিক্ত সুখ সাগরের জল।

৪। নহে নহে স্বর্গরাজ্য নহে 'নাসারার'
মোহাম্মদী (দঃ) মসিহর রাজ্য ইসলামী
সম্ভার!
এবাদতের জান্নাত আহা!
কী মনোরম সৃষ্টি তাহা
সুখ-শান্তির সব সুরাহা
আহমদের (সাঃ) প্রচার
"খারে দজ্জাল" তাড়িয়ে তাড়াও দুর্গতি
ওপার!

৫। বিশ্ব জয়ী আনসারুল্লাহ্ ছড়িয়ে পড় রণে
নাই তোমাদের কোনও শত্রু বিশাল ত্রিভুবনে
ত্রিত্ববাদের কীল্লা জয়
স্পেইন বিজয় আর কাব্য নয়
আহমদীয়াতের পরিচয়
পবনে, ভবনে
ইসলামের ঐ চাঁদ উঠেছে গগণে গগণে।

৬। এটম্ বোমার নাই কোনও ভয় শোন
বৈজ্ঞানিক
অভয় বাণী আসছে ভবে জেনে নাও সঠিক
পথহারা সব মানব জাতি
অন্ধকারে আত্মঘাতি
নিরাশ্রয়ে রাতারাতি
ছুটছে দিগ্বিদিক
খোদার দ্বারেই নিরাশ্রিতের আশ্রয় মল্লিক
খোদার নবীর আহ্বান শোন ঘোষিত
সমধিক।

—চৌধুরী আবদুল মতিন

সংবাদ

ঢাকা সিটি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাসিক তরবিয়তী ক্লাশ (একদিনের জন্য)

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে অদ্য শনিবার, ২৯শে জানুয়ারী ঢাকা সিটি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার একদিনের জন্য মাসিক তরবিয়তি ক্লাশ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮-৩০ ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ক্লাশের কার্য্যক্রম জারী ছিল। সর্বমোট ৪৪জন খাদেম ও ২৬জন তিফল ইহাতে নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহণ করে। তা'লীমুল কোরআন, উর্দু শিক্ষা, উর্দু নযম শিক্ষা, বক্তৃতা প্রশিক্ষণ, চরিত্র গঠন মূলক আলোচনা, ব্যায়াম শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় ইহার পাঠাসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া অতি সম্প্রতি রাবওয়া থেকে হুজুর (আইঃ)-এর তাজা খুৎবার রেকর্ডকৃত ক্যাসেট বাজিয়ে ছাত্রদিগকে শুনানো হয়। ইহার সারাংশের বঙ্গানুবাদ শোনানো হয়। বিকালে সকলের জন্যই খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, দুপুরের খাবারের জন্য প্রত্যেকেই নিজনিজ বাড়ী থেকে রুটি ও ভাজী সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এবং সকলে একত্রে বসে দুপুরের খাবার খাওয়া হয়। খাবারের এই ব্যবস্থাটি ও সকলকে আনন্দ দান করেছে। সর্বশেষে মোহ্‌তারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসিহত মূলক ভাষণ দান করেন। অতঃপর বাদ মাগরেব এজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে এই ক্লাশের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, বাঃ মঃ খোঃ আঃ এর তালিমতরবিয়তি পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতিটি স্থানীয় মজলিস প্রত্যেক সপ্তাহে অন্ততঃ একবার এবং প্রতিটি জিলা মজলিসে মাসে একবার করে অনুরূপ ক্লাশের ব্যবস্থা করার আদেশ রয়েছে। সেই মোতাবেক ঢাকা সিটি মজলিস উহার স্থানীয় মজালস সমূহে সাপ্তাহিক ক্লাশের ব্যবস্থা করেছে। আজকের ক্লাশও সেই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই করা হয়েছে। মাসিক তরবিয়তী ক্লাশের জন্য আমরা প্রতিমাসের শেষ শনিবারকে নির্ধারিত করেছি। অন্যান্য স্থানীয় মজলিস এবং জিলা মজলিস সমূহেও অনুরূপ ক্লাশের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কায়েদ সাহেবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সর্বশেষে আমাদের জন্য সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার বিনীত নিবেদন জানাচ্ছি যাহাতে ভবিষ্যতে আরও সুন্দর ভাবে, সার্থকরূপে জামাতের খেদমতের জন্য নিজ দিগকে পেশ করতে পারি।

ওয় সালাম—খাকসার

মোঃ আমিরুল হক

ঢাকা সিটি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

জনাব আমির/প্রেসিডেন্ট/সদর মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান

আস্‌সালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি, আপনারা সকলে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ভাল আছেন। সম্প্রতি হযরত আমিরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির উদ্দেশ্যে 'শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ড' সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম দান করিয়াছেন। হুজুর (আইঃ)-এর পয়গামের বাংলা তরজমা পূর্বে প্রকাশ করা হইয়াছে।

হুজুর (আইঃ)-এর এই পয়গাম আপনারা জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির দ্বারে দ্বারে পৌছাইয়া দিবেন, এবং গুরুত্ব সহকারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ইসলামের বিজয়ের এই সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশী ভাইদেরও এই তাহরিকে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সওয়াব হাসিলের সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। সুতরাং যাহারা এখনও এই তাহরিকে অংশ গ্রহণ করেন নাই তাহাদেরকে অবশ্য অবশ্যই অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

অতএব, এখন হইতে জুবিলী পরিকল্পনার নবম বৎসরের পুরাপুরী চাঁদা আদায়ের তৎপরতা গ্রহণ করিবেন এবং মার্চ ১৯৮৩ এর প্রথম সপ্তাহে আদায়ের পূর্ণ তালিকা অত্র অফিসে প্রেরণ করিবেন। তাছাড়া এখন হইতে প্রতিমাসের আদায়ের বিবরনী নাম ও অঙ্ক সহকারে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। এই আদায়ের তালিকা (যাহারা নবম বৎসরের পূর্ণ চাঁদা আদায় করিয়াছেন) সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জুবিলী দপ্তরে ও হুজুরের খেদমতে দোওয়ার জন্যে প্রেরণ করা হইবে, ইনশাআল্লাহু। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার জন্য সকলের নিকট দোওয়া প্রার্থী। ওয়াস্‌সালাম—

খাকসার—

সেক্রেটারী, শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা, বাঃ আঃ আঃ, ঢাকা।

আল্লাহ্‌ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

I ove For All Hatred For None

— হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুতকারক ঃ

এইচ. পি. বি. ল্যাবরেটরীজ

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও বক্স নং ৯০৯ ঢাকা ২। ফোন ঃ ২৫৯০২৪

খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিজ্ঞপ্তি

রীতিমত ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষন

আহমদীগণকে অন্যদের চাইতে বেশী ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে।

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"এবাদত বন্দেগীর জন্য স্বাস্থ্য ভাল থাকা জরুরী" "সুখ শান্তিপূর্ণ জীবন লাভের জন্য স্বাস্থ্যবান হওয়া প্রয়োজন"।

"আর রহ্‌মান আল্লাহ্‌তায়ালা অযাচিতভাবে আমাদিগকে আমাদের হাত, পা, নাক, কান, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ অমূল্য সম্পদ হিসাবে দান করিয়াছেন যেন আমরা সেইগুলি যথাস্থানে সঠিকভাবে ব্যবহার করিয়া ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করিতে পারি।

আমাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে কার্যকরী রাখিতে হইলে ইহাদের হেফাজত করিতে হইবে। এবং ব্যায়ামের দ্বারাই এইগুলি সুস্থ, সবল এবং কার্যক্ষম রাখা সম্ভাপর।

সুতরাং সকল খোদ্দাম ও আতফাল ভাইগণকে রীতিমত ব্যায়াম করার দিকে যত্নবান হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

সকল কায়েদ সাহেবান উল্লিখিত বিষয়ের নিগরানী জারী রাখিবেন।

কাওসার আহমদ

নায়েম সেহেত-ও-জিসমানী, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

কৃতি ছাত্র

ফারজানা এলাহী (রওণক) মোহাম্মদ পুর (ঢাকা) কচি কাঁচা কাকলী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী হইতে ১ম স্থান অধিকার করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। উল্লেখ্য যে বিগত নার্সারী কেজী ও প্রথম শ্রেণী পর্যান্ত প্রতিটি ক্লাশেই সে প্রথম স্থান লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। ফারজনা এলাহী (রওণক) ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এর সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ নূর-ই-এলাহী সাহেবের প্রথমা কন্যা ও জনাব ফকির মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী সাহেবের নাতনী।

মেয়েটির ভবিষ্যত দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য জামাতের সকল বন্ধুগণের নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে।

সুতরাং তোমরা পরিষ্কার, সরল, পবিত্র এবং নির্মল হইয়া যাও! যদি তোমাদের মধ্যে অন্ধকারের কণা মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে নষ্ট করিয়া দিবে। (আমাদের শিক্ষা পৃঃ ৫)

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar